



## 14287 - কবর য়ি়ারতরে আদবসমূহ

### প্রশ্ন

আমি যদি আমার পতির কবর য়ি়ারত করতে চাই; আমি কী করব? কবরস্থান য়ি়ারতরে আদবগুলো কী কী? এমন কোন বিষয় আছে কী য়ি়েগুলো রক্ষা করা উচিত?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

উপদশে গ্রহণ করা ও আখিরাতকে স্মরণ করার জন্য কবর য়ি়ারত করা শরিয়তে অনুমোদিত। শরত হলো কবরস্থান য়ি়ারতরে সময় এমন কোন কথা বলা যাবে না যা রব্বকে রাগান্বিত করে। যমেন- আল্লাহকে বাদ দিয়ে কবরস্থ ব্যক্তির কাছে দোয়া করা, তার কাছে বপিদ দূর করার জন্য সাহায্য চাওয়া কথি়া কবরস্থ ব্যক্তিকে সত্য়ান করা এবং তার জন্য জান্নাত অবধারতি মরমে নশ্চিত করা ইত্য়াদি।

কবর য়ি়ারতরে উদ্দেশ্য দুইটি:

ক. য়ি়ারতকারী মৃত্যু ও মৃতদেরকে স্মরণ করে উপকৃত হওয়া এবং এটা জানা য়ে, সকলরে চূড়ান্ত গন্তব্য জান্নাত কথি়া জাহান্নাম। এটাই য়ি়ারতরে প্রধান উদ্দেশ্য।

খ. মৃতব্যক্তির উপকার করা। সালাম দিয়ে, দোয়া ও ইস্তিগফার করে তার প্রতি ইহসান করা। এটি মুসলমানদের জন্য খাস। কবর য়ি়ারতরে দোয়াগুলোর মধ্যে রয়েছে:

**السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ**

(কবরবাসী মুমনি ও মুসলমিগণ! আপনাদের উপর শান্তি বর্ষতি হোক। ইনশাআল্লাহ, আপনাদের সাথে মিলিত হব। আমি আমাদের জন্য এবং আপনাদের জন্য নরি়াপত্য়ার দোয়া করছি।)

দোয়ার সময় হাত উত্তোলন করা জায়যে। য়েহেতু আয়শো (রাঃ) এর হাদসি়ে এসছে য়ে, তনি বলনে: এক রাত্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বরেযি়ে গলেনে। আমি তাঁর পছনে বাররি়াকে পাঠলাম য়াত্তে করে তনি কিত্থায় য়ান তাদখে। বাররি়া বলল: তনি বাক্বী আল-গারক্বাদ (মদনিস্থ কবরস্থান)-এর দকি়ে গলেনে। তনি বাক্বীর পাদদশে গয়ি়ে



দাঁড়ালনে। এরপর দুই হাত তুললনে। এরপর চলে এলনে। বাররি আমার কাছে ফরিরে এসে এটা জানাল। যখন ভোর হলো তখন আমি তাঁকে (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) জিজ্ঞেসে করলাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ! গত রাত্রে আপনি কথায় গয়িছেনে? তিনি বললনে: আমাকে বাকীতে পাঠানো হয়ছে; যাতে করে আমি তাডরে জন্য দোয়া করি।

তবে দোয়া করার সময় কবরগুলোকো সামনে রাখবে না। বরং কাবাকো সামনে রাখবে। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবররে দকি ফরিরে নামায পড়তে নষিধে করছেনে। আর দোয়া হচ্ছ- নামাযরে মগজ; যা সুপরজিঞাত। সুতরাং নামাযরে যা হুকুম দোয়ারও তা হুকুম। এবং যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া বলছেনে: “দোয়াই হলো ইবাদত”। এরপর তিনি তলোওয়াত করনে: **وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ** (তোমাদরে প্রভু বলনে: তোমরা আমার কাছে দোয়া কর; আমি তোমাদরে দোয়ায় সাড়া দেবে।)[সূরা গাফরে, আয়াত: ৬০]

এছাড়া মুসলমানদরে কবরগুলোর মাঝে জুতা নয়ি হাঁটবে না। উকবা বনি আমরে (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে য, তিনি বলনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: “কোন মুসলমিরে কবররে উপর হাঁটার চয়ে আগুনরে অঙ্গাররে উপর কথিবা তরবারীর উপর হাঁটা কথিবা পা দয়ি জুতা সলোই করা আমার কাছে অধিক প্রয়ি। বাজাররে মাঝখানে মল ত্যাগ করা, আর কবররে মাঝখানে মল ত্যাগ করা আমার কাছে উভয়টির মাঝে কোন পার্থক্য নহে।”[সুনানে ইবনে মাজাহ (১৫৬৭)]

আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করছি তিনি যনে আমাদের মৃত ব্যক্তদিরেকে এবং মুসলমানদরে মৃতব্যক্তদিরেকে ক্ষমা করে দনে।